টানা আন্দোলনের মুখে আইআইইউসি বন্ধ ঘোষণা

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

সংগৃহীত ছবি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের সোনাইছড়িতে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (আইআইইউসি) শিক্ষার্থীরা ১৫ দাবি আদায়ে এবার প্রতিষ্ঠানটি কমপ্লিট শার্টডাউন ঘোষণা করেছে। গতকাল মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাতে তারা এই ঘোষণা দিয়ে আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সাড়ে ১০টা থেকে পুনরায় ক্যাম্পাসে উপস্থিত হওয়ার কর্মসূচি দেন। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও অফিস বন্ধ ঘোষণা করেছে।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী সূত্রে জানা গেছে, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গত রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) থেকে ১৫ দাবি আদায়ে আন্দোলন শুরু করে।

দাবি পেশ করার পর তারা মঙ্গলবার রাতের মধ্যে এ বিষয়ে একটি রোডম্যাপ দাবি করে কর্তৃপক্ষের কাছে।

শিক্ষার্থীদের দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- লেট ফি বাতিল, প্রয়োজনীয় ল্যাব স্থাপন, হল রুম থেকে ক্লাসরুম সরিয়ে নেওয়া, সব সেমিস্টারে ইমপ্রুভমেন্টের সুযোগ দেওয়া, পরিবহনের আধুনিকায়ন করা ও মেডিকেল সংস্কার করা।

ুন

জিয়াউর রহমানের সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে পিরোজপুর ও বরগুনার নবগঠিত কমিটি

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এসব দাবিতে শিক্ষার্থীরা টানা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন ক্যাম্পাসে। এ বিষয়ে গত মঙ্গলবার রোডম্যাপ দাবি করলে কর্তৃপক্ষ একটি রোডম্যাপও দেন।

কিন্তু শিক্ষার্থীদের তা পছন্দ হয়নি। ফলে তারা মঙ্গলবার রাতেই ঘোষণা দেন যে বুধবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লিট শার্টডাউন থাকবে এবং শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থী রাকিব, আবিদ ও সুলেমান জানান, তারা গত রবিবার থেকেই কর্তৃপক্ষের কাছে সুনির্দ্বিষ্ট রোডম্যাপ দাবি করছিলেন। কর্তৃপক্ষ দায়সারা গোছের রোডম্যাপ দিয়েছে।

যা মনমতো না হওয়ায় আজ বুধবার থেকে কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিকে, এ ঘোষণায় পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হবার আশংকায় আজ বুধবার কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। আন্দোলনের ঘোষণা থাকলেও কর্তৃপক্ষ বন্ধ ঘোষণা করায় আজ ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের তেমন উপস্থিতি দেখা যায়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মোস্তফা মুনির চৌধুরী বলেন, 'শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো বাস্তবায়নে বিভিন্ন মেয়াদের সময়ের প্রয়োজন। আমরা রোডম্যাপ ঘোষণা করার পরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা অধিকাংশ মেনে নিলেও কিছু শিক্ষার্থী তা মেনে নেয়নি।

আমার ধারনা শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কিছু ছাত্র রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য বাহিরের কিছু অছাত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল করার জন্য চেষ্টা করছে। রোডম্যাপ দেওয়ার পরেও এভাবে আন্দোলন করায় বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় ও অফিস বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।'